6

দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 JAN 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ভর্তি নীতির সংস্কার

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির নিয়মে পরিবর্তন আসছে। এ বছর ভর্তির জন্যে কোন শিক্ষার্থীকে মৌখিক পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারে হাজির হতে হবে না। এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার নম্বর এবং ভর্তি পরীক্ষার (লিখিত) ফলের ভিত্তিতে সরাসরি ভর্তি করা হবে। সাধারণভাবে এসএসসি-এইচএসসিতে মোট তেরোশ' নম্বর পাওয়া প্রার্থীরাই ভর্তি পরীক্ষায় বসতে পারবেন। উপজাতীয়দের জন্যে বারোশ' নম্বরই পর্যাপ্ত বিবেচিত হবে। পনেরটি আসন সংরক্ষিত থাকবে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্যে। এর বাইরে বিশেষ বিবেচনার কোন স্থান থাকবে না।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে যাতে কোন বিশেষ বিবেচনা বা পক্ষপাতের সুযোগ না থাকে সে উদ্দেশ্যেই নাকি মৌখিক পরীক্ষার পাট চুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। কেন না, দেশে এখন পনেরশ'র চেয়ে কম আসনের জন্যে চল্লিশ হাজারেরও বেশী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন। এদের সকলেই কৃতী শিক্ষার্থী। স্বাভাবিকভাবেই বিপুলতর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকেই অকৃতকার্য হতে হয়। এমন একটি তীব্র প্রতিযোগিতার পরও যদি পক্ষপাত প্রশ্রয় পায় তার চেয়ে বেদনার কারণ আর কিছুই হতে পারে না। পক্ষপাতের ন্যূনতম সুযোগও যাতে ভর্তি পরীক্ষায় না থাকে তা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ভর্তি পরীক্ষার গোটা ব্যাপারটা নিয়েই ভাবনার অবকাশ আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এইচএসসির ফল (এসএসসিসহ) ভর্তির জন্যে পর্যাপ্ত বিবেচিত হতে পারে। এতে অনেক ঝামেলাই চুকে যাবে। আর পক্ষপাতের সুযোগও কমবে। জাতীয় পর্যায়ে নেয়া পরীক্ষার মর্যাদাও তাতে অক্ষুণ্ন থাকে। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ দিকটি ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তবে তেমন বড় পরিবর্তনের আগে মৌখিক পরীক্ষা বাদ দিয়ে পক্ষপাত এড়ানোর এ পদক্ষেপও প্রশংসনীয়। সরকারী মেডিক্যাল কলেজে আসনের সীমাবদ্ধতার ফলে এমনিতেই প্রার্থীদের প্রতি অবিচারের ভয় আছে। পক্ষপাতের মত অনাচার এড়ানোতে যত্নশীল থাকা তাই অপরিহার্য।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যাপারটাকে বিতর্ক আর অনাচারমুক্ত করা সম্ভব হলে তা বর্তমান সরকারের এক বড় কীর্তি হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাই ভর্তির নতুন নীতিকে স্বাগত জানাই।